Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 68
Oct.-Dec. 2021

গৃহ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী দিকনির্দেশনা : একটি পর্যালোচনা

Islamic Guidelines for Home Management : An Analysis

Quazi Farjana Afrin*

ABSTRACT

Every citizen of the state, irrespective of religion, caste or creed, has the right to safe housing. Due to the lack of proper management, various unwanted activities like irregularities, chaos, crime, neglect of mutual responsibilities and duties etc. start from home. Therefore, Islamic guidance in home management is essential for the development of human values. Article no 43 of the constitution of the People's Republic of Bangladesh also guarantees safe living at home. The main purpose of writing this article is to highlight the need to apply Islamic guidelines in housing and home management in the social life of the socialized people of Bangladesh. Because Islam teaches us how to manage flexible housing in the conventional way by incorporating quantitative and qualitative quality in life journey.Which has basically been discussed through the Descriptive and critical Method and Deductive Method. For the growing population of Bangladesh, it is possible to successfully implement a very important action plan like home management of the country by combining the Islamic way of life with the conventional way of life.

Keywords: Housing, Home management, Fundamental Rights, Development of Human values, Islamic Guideline.

সারসংক্ষেপ

ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে খাদ্য এবং পোশাকের মতো নিরাপদ আবাসন পাবার অধিকার। সঠিক ব্যবস্থাপনার ঘাটতির জন্য গৃহ থেকেই শুরু হয় অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, অপরাধ, পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা ইত্যাদির মত নানান অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড। তাই মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের জন্য গৃহ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী নির্দেশনা জরুরী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ৪৩ নং অনুচ্ছেদে বাসস্থানে নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তাও রয়েছে। এই প্রবন্ধ রচনার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলাদেশের সমাজবদ্ধ মানুষের বাস্তব জীবনে গৃহ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী দিকনির্দেশনা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। জীবন যাত্রায় পরিমাণগত ও গুণগত মানের সন্নিবেশ ঘটিয়ে প্রচলিত পন্থায় কিভাবে কল্যাণময় গৃহ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা যায় ইসলাম আমাদেরকে তাই শিক্ষা দেয়। যা মূলত বর্ণনা ও পর্যালোচনামূলক (Descriptive and critical Method) ও অবরোহ (Deductive Method) পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনগণের জন্য প্রচলিত জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী নির্দেশাবলির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশের গৃহ ব্যবস্থাপনার মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মপরিকল্পনা সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

মূলশব্দ: গৃহায়ন, গৃহ ব্যবস্থাপনা, মৌলিক অধিকার, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ, ইসলামী দিকনির্দেশনা।

* Quazi Farjana Afrin is an Assistant Professor, Department of Islamic Studies, University of Dhaka. Email: quazi.farjana.afrin@gmail.com

ভূমিকা

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আখিরাতের শস্যক্ষেত্র ও নেক আমলের চারণভূমি। তবে মানুষের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জীবনধারণের অন্যান্য কোন উপাদানকেই ইসলাম উপেক্ষা করেনি। গৃহ বা আবাসস্থল মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সামগ্রিক মানবীয় প্রয়োজনীয়তা ও নিরাপত্তার জন্য মানুষকে গৃহে বসবাস করতেই হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾

আর আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য শান্তির আবাস করেছেন এবং তোমাদের পশুর চামড়া দিয়ে তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন, যা খুব সহজেই তোমরা সফরকালে ও অবস্থানকালে বহন করতে পার। আর সংগ্রহ করতে পার তাদের পশম, তাদের লোম ও তাদের চুল দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহসামগ্রী ও ভোগ-উপকরণ (Al-Qurān,16: 80)।

মানুষ প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে কিভাবে ভারসাম্যপূর্ণ আবাসন বা গৃহ নির্মাণ করবে, গৃহ ব্যবস্থাপনা কিভাবে করবে ইসলাম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেই বিষয়েও নানান উদাহরণের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক পরিবেশ আলাদা কিন্তু ইসলাম কারও মাঝেই কোনরূপ বৈষম্য তৈরি করেনি। বরং পরিকল্পিত জীবনের শিক্ষা দান করেছে, গৃহ ব্যবস্থাপনা যার মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য প্রবন্ধে মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিত গৃহ ব্যবস্থাপনায় ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুসরণের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মেথডোলজি

গৃহ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী দিকনির্দেশনা আলোচনা ও গবেষণার জন্য অবরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মুসলিমদের জীবনযাপনের ধরন জানার জন্য এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনা জানার জন্য

প্রাথমিক উৎস হিসেবে আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহকে অনুসরণ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সময়ের মুসলিম লেখক ও অন্য লেখকদের কিছু মৌলিক গ্রন্থেরও সাহায্য নেয়া হয়েছে। দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ের সংবাদকে। উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা একটি তাত্ত্বিক গবেষণা এবং গভীরতা ও ক্ষেত্র অনুসারে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। আবার ব্যবহৃত উপাত্তের ধরন অনুসারে এটা একটি গুণগত গবেষণা। মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারকে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিত গৃহ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী দিকনির্দেশনা অনুসরণ ও প্রয়োগের প্রয়োজনীতার দিকে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামী দিকনির্দেশনা সঠিকভাবে অনুসরণের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও যুগোপযোগী গৃহ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

বিষয়ভিত্তিক পরিচিতি

গৃহ ব্যবস্থাপনা

সমাজবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী গৃহ ব্যবস্থাপনায় সাধারণত বস্তুবাচক সম্পদ যেমন- অর্থ, জমি, বাড়ি ও মানবীয় সম্পদ যেমন- মেধা, জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদির সফল সমন্বয় ঘটানো হয়। গৃহ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ধাপ হলো পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন।

Gross and Crandall গৃহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলেন ,

> Home Management is a psychological process through which families plan, control and Achieves purpose by making proper use of human and material resources of the family through evaluation.
>
> গৃহ ব্যবস্থাপনা একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পরিবারগুলো পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিবারের মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে উদ্দেশ্য অর্জন করে (Gross 1947, 56)।

Nickel and Dorsey গৃহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলেন,

> Home management is planning, controlling and evaluating the use of resources of the family for the purpose of attaining family goals.
>
> পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদসমূহের ব্যবহারে পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করাই হচ্ছে গৃহ ব্যবস্থাপনা (Nickel 2002, 73)।

ইসলাম একটি বাস্তবধর্মী ও সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসেবে তার সূচনালগ্ন থেকেই প্রত্যেক মানুষের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাসনের ব্যবস্থা করেছে। মানুষ যাতে নিজ নিজ গৃহে মনোরম পরিবেশে স্বাধীনভাবে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে সেজন্য ইসলাম বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে। ১৯৯০ মিশরের রাজধানী কায়রোতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কর্তৃক ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ক কায়রো ঘোষণার The Cairo Declaration On Human Rights In Islam-এর ১৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

> Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his home, among his family, with regard to his property and his relationships. It is not permitted to spy on him, to place him under surveillance on to besmirch his good name. The state shall protect him from arbitrary interference.
>
> প্রত্যেকেরই জীবন-যাপন ও কাজকর্মে, নিজ বাড়িতে, নিজ পরিবারে, নিজ সম্পত্তির ব্যাপারে এবং আত্মীয়তা বা অন্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রেখে নিরুপদ্রবে থাকার অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তির উপর গুপ্তচর বৃত্তি, তাকে নজরে বা পাহারায় রাখা অথবা তার সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কাজ করা যাবে না। রাষ্ট্র তাকে অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারমূলক যেকোন রকম অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করবে (CDHRI, 1990)।

ইসলাম গৃহকে মানুষের একটি মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় জীবন উপকরণ হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে। তদুপরি ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী যে কোন স্থানে বসবাস করার স্বাধীনতা দান করেছে। একইভাবে প্রত্যেককে ইচ্ছে অনুযায়ী বাসস্থান ত্যাগ ও স্থানান্তরের স্বাধীনতা দিয়েছে ইসলাম।

কায়রো ঘোষণার ১২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

> Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement and the select his place of residence whether inside or outside his country and if persecuted, is entitled to seek asylum in another country.
>
> শরীয়াহ নির্দেশিত সীমার মধ্যে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরা, স্বদেশের সীমার ভেতরে বা বাইরে নিজ বাসস্থান নির্বাচনের অধিকার রয়েছে এবং সে যদি নির্যাতিত হয় তাহলে অন্য রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় চাওয়ার অধিকার রয়েছে (CDHRI, 1990)।

গৃহ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার শেষ নেই। একটি আদর্শ সমাজ কাঠামো বিনির্মাণের পূর্বশর্ত হল আদর্শ পরিবার গঠন। নিম্নে গৃহ ব্যবস্থাপনার এমনই এক কাঠামো সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে কার্যকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রচলিত গৃহ ব্যবস্থাপনা কাঠামো

সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে পরিবার পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগঠন হিসেবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নীতিমালা অনুসরণ করে আসছে। গৃহই হল পরিবারের একমাত্র আশ্রয়স্থল। পরিবারের সদস্যদের চাহিদা ও সক্ষমতা অনুসারে লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গৃহের কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সঠিক ব্যবস্থাপনার। গৃহ ব্যবস্থাপনা পরিবারের সদস্যদের জ্ঞান, মেধা, কর্মদক্ষতা ও আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে প্রচলিত লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তার বাস্তব রূপ দেয়। জীবনযাপনের গুণগত মান বৃদ্ধির মাঝেই ব্যবস্থাপনার যথার্থতা প্রকাশ পায়। গৃহে অবস্থানরত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের লক্ষ্য ও

উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য সমাজবিজ্ঞানীগণ গৃহ ব্যবস্থাপনার একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রদান করেছেন। নিম্নে কাঠামোটি উপস্থাপিত হল

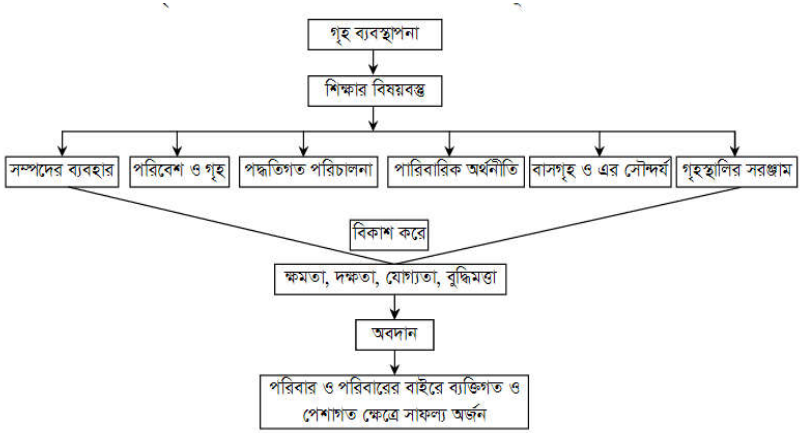

গৃহ ব্যবস্থাপনার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের কাঠামো

(Mohapatro 1998, 317)

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের আলোকে গৃহ ব্যবস্থাপনার কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গৃহ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হল শান্তিপূর্ণ ও উন্নত জীবনযাপনে ব্যক্তি ও পরিবারকে অভ্যস্ত করা। গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, যুগোপযোগী প্রযুক্তি ও জ্ঞানের সর্বাধিক ব্যবহার, পারস্পরিক প্রতিযোগিতাপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গি, যেকোন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানো, মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে লক্ষ্য নির্ধারণ, গৃহের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের সমন্বয় সাধন, ভোক্তা অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে সফলতা অর্জন, আর্থিক সমৃদ্ধি, উন্নত জীবনব্যবস্থা , প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, গৃহায়ন সম্পর্কে উন্নত ধারণা থাকা, কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি (Mohapatro 1998, 323)। সাধারণ গৃহ ব্যবস্থাপনা ও ইসলামী গৃহ ব্যবস্থাপনার মৌলিক পার্থক্যই হল আকীদাগত। অর্থাৎ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রণীত ব্যবস্থাপনার নীতিমালা সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। কিন্তু ইসলাম মানুষকে পরকালের জীবনের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করেছে, আবার পার্থিব জীবনের অবমূল্যায়ন করেনি। তাই ইসলামী গৃহ ব্যবস্থাপনা হল একটি সমন্বিত জীবনবিধান, যার মাধমে গৃহের সদস্যরা যথার্থ শিক্ষা লাভ করে থাকে। নিম্নে ইসলামী গৃহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ইসলামে গৃহ ব্যবস্থাপনা কাঠামো

গৃহ হচ্ছে মানবজীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রয়োজন এবং অপরিহার্য বিষয়। বাসগৃহের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এর বাসিন্দাদের আবহাওয়ার প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করা এবং প্রয়োজনে একান্তে থাকার নিশ্চয়তা বিধান করা। আর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য

হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের কাঠামোগত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করা। একটি পরিপূর্ণ আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য সন্তানদের প্রতি, স্বামী-স্ত্রীর প্রতি, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি ইসলামী দিকনির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে চাইলে কেবল ইসলামী গৃহ ব্যবস্থাপনাই আবশ্যক। আধুনিক ব্যবস্থাপনার মূলনীতি দুনিয়ার জীবনকে গুরুত্ব প্রদান করে নির্দেশিত আর তার ব্যবস্থাপনার কাঠামো হল সেই সকল মূলনীতিকে বাস্তবায়নের ধারাবাহিক পথপরিক্রমা। কিন্তু ইসলামী গৃহ ব্যবস্থাপনা নৈতিকতার আলোকে সমগ্র জীবন পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করে যেখানে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সমন্বয়ের দিকে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। মানবিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে ছিলেন না নবী-রাসূলগণ, তারাও প্রয়োজন মেটাতে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতেন। তবে তাঁদের ঘরবাড়ি ছিল চাকচিক্যহীন জৌলুসমুক্ত, যা মানুষকে মনে করিয়ে দেয় এই জীবন চিরদিনের জন্য নয়, বরং মুমিনের জন্য পরকালীন জীবনই প্রকৃত আবাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রকৃত মুমিন হিসেবে দুনিয়ার নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বিবি আসিয়া সৃষ্টিকর্তার নিকট পরকালের জন্য প্রার্থনা করেছেন এভাবে,

﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾

হে আমার রব, আপনার কাছে আমার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করুন (Al-Qurān, 66:11)।

খুলাফায়ে রাশেদীন এবং মহান সাহাবীদের জীবনী পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবনেই তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁরা স্বেচ্ছায় আরাম আয়েশ ত্যাগ করতেন শুধু মহান আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য (Ahmad 2007, 84)।

কিন্তু তাই বলে এই নয় যে তারা গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রতি উদাসীন ছিলেন। কারণ দুনিয়ায় পরিবারের শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, নিশ্চিন্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ মানব জীবনের একটি স্থায়ী লক্ষ্য। সৃষ্টিকর্তা মানব প্রকৃতিতেই তো সেই স্বাভাবিকতা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা এসেছে,

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾

আর আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য শান্তির আবাস করেছেন (Al-Qurān, 16: 80)।

ইসলামী গৃহ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হল পারিবারিক জীবনে জৈবিক তৃপ্তি অর্জন, সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুতকরণ, পবিত্রতা বজায় রাখা, নৈতিকতার শিক্ষা বাস্তবায়ন করা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সন্তানদের প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার আলোকে গড়ে তোলা।

গৃহের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও আদব-কায়দার বিষয়টি ছিল ইসলামের প্রাক-প্রাথমিক সময়কার বহুল চর্চিত একটি বিষয়। এর ধারাবাহিকতা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল অত্যন্ত সফলতার সঙ্গেই। কিন্তু কালক্রমে ইসলামী ঐতিহ্য মানব জীবনের অতি সংকীর্ণ স্থানটিতে ঠাঁই পেয়েছে, যা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে

অবশ্যই পরিবার থেকে শুরু করতে হবে প্রকৃত ইসলামের চর্চা। যেখানে মানব সন্তানের বুনিয়াদ রচিত হয়, সেখান থেকেই শুরু হওয়া উচিত ইসলামের আলোকে জীবনের উদ্ভাসিত ও আলোকিত বিস্তৃতি। গবেষণার শিরোনামের আলোকে আলোচনার বিস্তৃতি সাধনের প্রয়াস রইলো।

গৃহ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী দিকনির্দেশনা

ইসলাম কোন ধর্ম নয়, ইসলাম হল পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যেখানে জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গৃহ সংক্রান্ত বিষয়াবলিও এর ব্যতিক্রম নয়। গৃহের অভ্যন্তর ও বাহিরের পরিবেশের সমন্বয় ঘটাতে চাইলে প্রয়োজন ইসলামের সঠিক নির্দেশাবলির আলোকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যার মাধ্যমে সঠিক ও যুগোপযোগী গৃহ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। মানুষ মূলত পরিবার থেকেই তার প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা অর্জন করে থাকে। তাই গৃহকর্তাকে গৃহ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি মূলনীতির আলোকে অগ্রসর হতে হয়। আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেয়ল তার জেনারেল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বইয়ে যে ১৪ টি মূলনীতি (শ্রম বিভাজন, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব, শৃঙ্খলা, আদর্শের ঐক্য, স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া, পরিচালনায় ঐক্য, ন্যায্য প্রাপ্তি, ক্ষমতা কেন্দ্রিকরণ, জোড়ামই শিকল নীতি, নিয়মতান্ত্রিকতা, সাম্য, কর্মের স্থায়িত্ব, উদ্যোগ, একতা) উল্লেখ করেছেন (Feyol 1949, 48), তা মূলত সকল ধরনের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং এর আলোকে গৃহ ব্যবস্থাপনার মূলনীতির একটি যুগোপযোগী সমন্বয় করা সম্ভব।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবন যাপন অভ্যাস রুচি ইত্যাদির পরিবর্তন সাধিত হয়। ইসলাম পৃথিবীর প্রত্যেকটি যুগ ও জাতির জন্য নির্ভুল নির্দেশনা প্রদান করেছে, কারও ওপরে কারও প্রাধান্য দেয়নি। ইসলাম অধিক কল্যাণের দিক বিবেচনা করে সমন্বিত জীবন যাপনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে থাকে। কল্যাণকর চাহিদা মানব জীবনে পূর্ণতা এনে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই এ দু'আ করতেন,

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন (Al-Qurān, 2: 201)।

গৃহে লোকসংখ্যা কম বা বেশি যে ধরনেরই হোক গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। গৃহ ব্যবস্থপনায় গৃহের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি গৃহের বাহ্যিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও সতর্কতা ও সচেতনতা আবশ্যক। কারণ গৃহ ব্যবস্থাপনা শুধু গৃহেই সীমাবদ্ধ নয়, গৃহের বাইরের সমাজে ও পরিবেশে এর কর্মক্ষেত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। এ পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন আনা বা পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে খাপ খাওয়ানোর শিক্ষা গৃহ ব্যবস্থাপনার আলোচ্য বিষয়। গৃহ এবং গৃহের বাইরে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত ও

সমষ্টিগত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু নির্দেশক ও উদ্যোগ রয়েছে। উদ্যোগগুলোকে ইসলামী নির্দেশনার আলোকে বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল।

১. বাহ্যিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে করণীয়

যেহেতু দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং মুসলিমের মূল লক্ষ্যই হল পরকালের জীবনকে সমৃদ্ধ করা। তাই গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাজসজ্জা, আলিশান ও কারুকার্য করা মাকরুহ। কারণ দুনিয়ায় প্রাচুর্যের জীবন অনেক সময় দাম্ভিকতা এনে দিতে পারে, অহংকারের কারণ হতে পারে। তাই পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না' (Al-Qurān, 31:18)।

বাহ্যিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয় যে বিষয়গুলো অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার বিধান কার্যকর করা সম্ভব সেগুলো হল:

১.১ গৃহ নির্মাণে সতর্কতা

গৃহ নির্মাণের জন্য জায়গা ও উপকরণ হালাল হওয়া পূর্বশর্ত। কারণ কারও জমি অন্যায়ভাবে জুলুম করে দখল করা যাবে না। অন্যের হক নষ্ট করে জমি দখল ইসলামে হারাম। পরকালে তার জন্য রয়েছে কঠিন আজাব। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে এসেছে, সাঈদ ইবনু যায়দ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.

যে ব্যক্তি কারো জমির অংশ জুলুম করে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর সাত তবক যমীন তার গলায় লটকিয়ে দেওয়া হবে (Al-Bukhārī 2010, 2452)।

বিশাল অট্টালিকা তৈরি, নির্মাণকাজে অপব্যয়, অত্যাচারী ও অমুসলিমদের অনুসরণ না করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ কাফিররা দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দেয় এবং একমাত্র উপজীব্য ভাবে। কিন্তু মু'মিনের পাথেয় আখিরাত অন্বেষণ করা। কাফিরদের চারিত্রিক বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾

বস্তুত কাফিররা আত্মম্ভরিতা ও বিরোধিতায় রয়েছে (Al-Qurān, 38:2)।

কেননা অতি উচ্চভবন নির্মাণ কিয়ামতের আলামত, ভূমিকম্পে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি আর এটা কখনও কখনও অহংকারের কারণ। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾

আর তোমরা প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করছ যেন তোমরা স্থায়ী হবে (Al-Qurān, 26:229)।

তবে প্রয়োজনে উঁচু ভবন নির্মাণে কোনো বাধা নেই। উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ ও তা কারুকার্যময় করা এবং তার সৌন্দর্য দেখে আনন্দ উপভোগ করা ইসলামের দৃষ্টিতে

অবৈধ নয়; বৈধ। বরং তা কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পরিণত হয়, যদি অহঙ্কার প্রকাশ বা নিজেকে ধনী বলে জাহির না করে নির্মাণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো কোনো সাহাবীও বিনা দ্বিধায় অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা.) যখন গভর্নর ছিলেন তখন বসরায় একটি অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন। তবে ওমর (রা.) এর নির্দেশে বাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আল্লামা ইবন তাইমিয়ার মতে, ওমর (রা.) এ কাজটি করেছিলেন অট্টালিকা তৈরি ইসলামে নিষিদ্ধ বলে নয়, বরং তিনি চাননি তার কোন গভর্নর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা না দেখে দায়িত্ব পালন করুক। সাহাবীদের পরে তাবি'য়ী, তাবে-তাবি'য়ী ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগে এবং তার পরবর্তী যুগেও মুসলিমরা পৃথিবীর সর্বত্র নির্দ্বিধায় অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন, দুর্গ গড়ে তুলেছেন (Ibn Taymiyyah 1386H, 118)। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে গৃহ নির্মাণ করা, মসজিদ, মাদরাসা, সরাইখানা, ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণে সওয়াবও আছে (Ali 2015, 125)।

১.২ প্রতিবেশীর হক আদায়

প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক প্রতিবেশী হিসেবে তাদের প্রতি সদয় আচরণ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনে কোনো প্রকার ত্রুটি করা যাবে না। প্রতিবেশীর অধিকার সম্বলিত বর্ণিত হাদীসে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। প্রিয় নবী ﷺ স্বয়ং অমুসলিমদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন, উত্তম আচরণ করেছেন, তাঁর উম্মতের প্রতি ভালো আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন (Al-Munazzid 2019, 293)। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনুল কারীমে এসেছে,

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সঙ্গে, নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সঙ্গে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী (Al-Qurān, 04:36)।

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

আমাকে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসীয়ত করে থাকেন। এমনকি, আমার মনে হয়, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন (Al-Bukhārī 2010, 5589)।

১.৩ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা

সুন্দর নয়নাভিরাম এ সবুজ পৃথিবী মহান স্রষ্টার অনন্য সৃষ্টি। তিনি ধরণীকে গাছ-পালা, তরুলতা, পাহাড়-ঝর্ণা, নদ-নদী, সাগর-মহাসগরের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যে সাজিয়েছেন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এসব চমৎকার সৃষ্টিই তার প্রমাণ বহন করে চলছে। তাই পানি ও বাতাস দূষণমুক্ত রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও

সামাজিক কর্তব্য। ইবন খালদুন তার 'আল-মুকাদ্দিমা' নামক অমর গ্রন্থে বায়ু দূষণের পেছনে দুর্ভিক্ষ, মহামারিসহ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, এসব কারণে বায়ু দূষিত হয় এবং তা থেকে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়, আর্দ্রতা তৈরি হয় ও বিকৃতি সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি বলেন, মানুষের উচিত বসতি স্থাপনের সময় বাড়ি-ঘরের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখা। যাতে বাতাস তরঙ্গায়িত হতে পারে এবং বাতাসে বিদ্যমান বিকৃতি ও পচন থেকে সৃষ্ট ক্ষতিকর উপাদানগুলো উড়ে যেতে পারে (Ibn Khaldūn 2007, 771-72)। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে বায়ু দূষণ থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে নির্দেশনা এসেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾

আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত যমীন, যাকে আমরা সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে বের করি শস্য, অতঃপর তা থেকেই তারা খেয়ে থাকে (Al-Qurān, 36:33)।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾

বরং তিনি, যিনি যমীনকে আবাসযোগ্য করেছেন এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা। আর তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং দুই সমুদ্রের মধ্যখানে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন' (Al-Qurān, 27:61)।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যাকরণ ও সংরক্ষণ পরিবারের ছোট বড় সবারই দায়িত্ব।

২. গৃহে প্রবেশ ও প্রস্থানের আদব-কায়দা

ইসলাম মানুষকে অনন্য শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজে নানা নিয়ম-কানূন মেনে চলার জন্য ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে। সালাম দেওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এজন্য গৃহে প্রবেশকালে প্রবেশকারী সালাম দিবে, যদিও ঐ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ঐ ঘরে বসবাস না করে। আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন পরস্পরে সালাম করবে। এটি আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত বরকতমণ্ডিত ও পবিত্র অভিবাদন (Al-Qurān, 24: 61)।

অন্যের গৃহে প্রবেশকালেও সালাম দিতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নিবে এবং এর বাসিন্দাদের সালাম দিবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (Al-Qurān, 24: 27)।

অন্যের গৃহে প্রবেশকালে অনুমতি নেওয়া জরুরী। এমনকি মায়ের ঘরে প্রবেশের পূর্বেও অনুমতি নিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনবার প্রবেশের অনুমতি চাওয়া যায়, যা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়। এরপর অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে। অন্যের ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তাহলে সেখানে প্রবেশ করো না তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও! তাহলে তোমরা ফিরে এসো। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতর। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত' (Al-Qurān, 24: 28)।

গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে আদব বা শিষ্টাচারসমূহ মেনে চলা জরুরী। এর ফলে সমাজে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করবে এবং সেখান থেকে নানা অনাচার-দুরাচার দূরীভূত হবে।

৩. গৃহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ

গৃহ মানুষের একান্ত আবশ্যকীয় মৌলিক চাহিদা। কারণ সারাদিনের ক্লান্তি মেটাতে আমরা সবাই আশ্রয় নিই গৃহে। মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই পারিবারিক বন্ধন পছন্দ করে। পরিবার রচনা করে সন্তান জন্ম দিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্নের জাল বুনে যায় প্রতিনিয়ত। তাই গৃহের পরিবেশটাও হতে হবে মানসিক প্রশান্তিদায়ক এবং স্বস্তিদায়ক। এজন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, পানির সুব্যবস্থা ও পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে গৃহনির্মাণ উত্তম। বাড়িতে পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষায় বিশেষ নজর রাখা চাই। প্রয়োজনে গৃহের সদস্যদের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা। যাতে সবাই গৃহে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

গৃহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে ইসলামের আলোকে পরিচালনা করলে ইসলামী বুনিয়াদ মজবুত হয়। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য কয়েকটি অবশ্য পালনীয় ধাপ এখানে উল্লেখযোগ্য (Ali, 2015, 48)।

৩.১ পর্দার বিধান ও পবিত্রতা

পর্দা হল নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায়। এ বিধান অনুসরণের মাধ্যমে হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। পবিত্রতা জীবনকে সুন্দর ও গ্লানিমুক্ত করে। বিশ্বাসের পবিত্রতা মুক্তি দান করে, কর্মের পবিত্রতা সমৃদ্ধি ঘটায়, শারীরিক পবিত্রতা সুস্থতা আনে, মানসিক পবিত্রতা সাধুতা আনে, আর্থিক পবিত্রতা পরিতৃপ্তি দান করে, বাহ্যিক পবিত্রতা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা জীবনকে পরিশীলিত করে, ভাষার পবিত্রতা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, রুচির পবিত্রতা শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির পবিত্রতা জীবনকে সুন্দর করে, পরিবেশ ও প্রতিবেশের পবিত্রতা মহানুভব করে। ইসলাম পর্দা পালনের

যে হুকুম আরোপ করেছে, তা মূলত অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে এবং সামাজিক অনিষ্টতা ও ফেতনা-ফাসাদ থেকে পরিত্রাণের নিমিত্তেই করেছে; নারীদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার কিংবা বৈষম্য সৃষ্টির জন্য করেনি। বরং তাদের পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার্থেই তাদের উপর এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে (Al-Qurān, 33:33)।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের (চাদরের) কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময় (Al-Qurān, 33:59)।

৩.২ গৃহ নিরাপদ ও বিশ্রামের জায়গা

আল্লাহ তাআলা গৃহকে মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾

আল্লাহ তোমাদের গৃহগুলোকে তোমাদের আরাম/শান্তির জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন (Al-Qurān, 16:80)।

এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। নিরাপদ ও স্বাধীন আবাস প্রতিষ্ঠা ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য। গৃহের সদস্যগণ যাতে নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার সঙ্গে নিজ গৃহে বসবাস করতে পারে ইসলাম সে বিষয়ে নীতিমালা প্রদান করেছে।

৩.৩ গৃহ সজ্জায় সতর্কতা

ঘরে ছবি-মূর্তি না ঝোলানো, বাড়িতে কুকুর প্রতিপালন না করা, ক্রুশ ও ক্রুশের জন্য ব্যবহৃত হয় এমন কিছু বা অন্য কোন ধর্মের নিদর্শন না রাখা, ঘরে চিতাবাঘের চামড়া ঝুলিয়ে বা বিছিয়ে না রাখা, ঘর বা অন্যত্র বাদ্যযন্ত্র না রাখা, গৃহে স্বর্ণ-রূপার থালা ব্যবহার না করা। হিংস্র জন্তুর চামড়ার ব্যবহারে সতর্ক করে হাদীসে এসেছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفترش.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়ার বিছানায় বসতে নিষেধ করেছেন (Al-Tirmīdhī 2014, 1771)।

গৃহের দরজা জানালায় ছবিযুক্ত পাতলা পর্দা টানানো প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

كانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ به جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هذا، فإنَّه لا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلَاتِي.

আয়িশা (রা.)-এর কাছে একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দার একটা কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের একদিকে পর্দা হিসাবে ব্যবহার করছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সম্মুখ থেকে এই পর্দা সরিয়ে নাও। কারণ সালাত আদায় করার সময় এর ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে (Al-Bukhārī 2010, 367)।

গৃহের পরিবেশ সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ

ফিরিশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং ঐ ঘরেও না, যে ঘরে ছবি থাকে (Al-Bukhārī 2010, 5525)।

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে,

أَنَّهَا كَانَتْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا

তিনি তার (কামরার) তাকের সম্মুখে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন, যাতে ছিল প্রাণীর ছবি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ছিঁড়ে ফেললেন। এরপর আয়িশা (রা.) তা দিয়ে দু'খানা গদি তৈরি করেন। এই গদি দু'খানা ঘরেই ছিল। নবী করিম ﷺ তার উপর বসতেন (Al-Bukhārī 2010, 2317)।

কুরআন- হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী ঘরকে অতিরিক্ত সজ্জিত বা বিলাসবহুল করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

৩.৪ বেগানা নারী-পুরুষ অবস্থান নিষিদ্ধ

বেগানা নারী-পুরুষের নির্জনে একাকী বাস, কিছুক্ষণের জন্যও লোক-চক্ষুর অন্তরালে, ঘরের ভিতরে, পর্দার আড়ালে একান্তে অবস্থান শরীয়তে হারাম। যেহেতু তা ব্যভিচার না হলেও ব্যভিচারের নিকটবর্তী করে, ব্যভিচারের ভূমিকা অবতারণায় সহায়ক হয়। তাই আল্লাহ পর্দার বিধান দিয়েছেন, ফিতনা থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন (Rahim 2012, 263)। নবী করিম ﷺ বলেছেন,

ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان

কোনো পুরুষ অপর (মাহরাম নয় তথা বিবাহ বৈধ এমন) নারীর সঙ্গে নিঃসঙ্গে দেখা হলেই শয়তান সেখানে তৃতীয় জন হিসেবে উপস্থিত হয় (Al-Tirmīdhī 2014, 1171)।

তাই মাহরাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে গৃহে কোন কক্ষে অবস্থান করা অত্যন্ত বিপদজনক। ঈমান ও আমল সঠিকভাবে পরিপালনের জন্যই আল্লাহ গৃহে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। কোথাও সফর করার ক্ষেত্রেও নারীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য মাহরামদের সঙ্গী হবে। এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন যে,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إِلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ.

কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সঙ্গে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন নারী যেন সফর না করে। এক ব্যক্তি আবেদন করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।' তিনি বললেন, যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর (Al-Bukhārī 2010, 5233)।

উপরোক্ত হাদীসগুলোর শিক্ষা অনুযায়ী নির্জনে অথবা সফরে নারীরা গায়রে মাহরামের বিষয়ে সতর্ক থাকবে এবং পর্দার বিধান মেনে চলবে।

৪. গৃহে ইবাদত ও সালাত আদায়ের চর্চা

ইবাদতের ক্ষেত্রে সদা আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে গৃহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। কারণ আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে (Al-Qurān, 51:56)।

পুরুষদের জন্য সুন্নাত-নফল সালাতসমূহ গৃহে আদায় করা উত্তম। গৃহের অবস্থান এমন স্থানে হওয়া উচিত যেখান থেকে সহজেই পুরুষগণ সালাত আদায় করতে মসজিদে গমন করতে পারে। কিন্তু নারীদের জন্য উত্তম ফয়সালা হল গৃহে অবস্থান করা এবং সকল ধরনের সালাত গৃহে আদায় করা। সালাত কায়েমের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

তোমরা সালাত কায়েম কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তিনিই, যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে (Al-Qurān, 6:72)।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

তোমাদের ঘরেও কিছু সালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবরে পরিণত করবে না (Al-Bukhārī 2010, 420)। গৃহের সদস্যদের মৌলিক ইবাদতের শিক্ষা প্রদান করলে এবং তার চর্চা করলে সকলেই নিজেদের বাস্তব জীবনে উপকৃত হবে।

৪.১ কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া

সৃষ্টির উপর স্রষ্টার মর্যাদা যেমন সব বাণীর ওপর কুরআনের মর্যাদাও তেমন। কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত ও মর্যাদা অনেক বেশি। এতে রয়েছে অনেক সাওয়াব। কুরআন তেলাওয়াতকারীর মর্যাদাও অনেক বেশি (Ahmad 2007, 123)।

আবু মূসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا

কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন ব্যক্তি কমলালেবু তুল্য, যা খেতে সুস্বাদু এবং সুগন্ধিযুক্ত। যে মুমিন ব্যক্তি কুরাআন তিলাওয়াত করে না সে খেজুরতুল্য, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধিবিহীন। কুরআন তিলাওয়াতকারী মুনাফিক ব্যক্তি সুগন্ধি গুল্মের সঙ্গে তুলনীয়; যা খুব সুগন্ধিযুক্ত কিন্তু খেতে তিক্ত। যে মুনাফিক ব্যাক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না সে মাকাল ফলতুল্য, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধিও নেই (Al-Bukhārī 2010,7560)।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না। যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায় (Muslim 1999, 780)।

৪.২ গৃহকে আল্লাহর যিকরের স্থানে পরিণত করা

গৃহ ও আবাসস্থলকে আল্লাহর যিকরের স্থানে পরিণত করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর করণীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় আর যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না এরূপ দু'টি ঘরের তুলনা হচ্ছে জীবিত ও মৃতের সঙ্গে (Muslim 2008, 2588)।

তিনি আরো বলেন,

من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة

যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসলো অথচ আল্লাহকে স্মরণ করলো না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা। আর যে ব্যক্তি কোথাও শয়ন করার পর আল্লাহর নাম নিলো না তার জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা (Abū Dā'ūd 2011, 4856)।

৫. মৌলিক শিক্ষা

গৃহ হল সকল শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহ শিক্ষা করা, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, নামাজ, রোযা ও অন্যান্য ফরজ ও ওয়াজিব সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং হারাম ও মাকরূহ বিষয়াবলি কি তা জানা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। এক কথায় শরীয়ত যে যে কাজ প্রত্যেকের উপর ফরজ বা ওয়াজিব করে দিয়েছে সেগুলোর বিধান ও আহকাম সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান অর্জন কেবল গৃহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব। পবিত্র কুরআনুল কারীমে প্রয়োজনীয় বিধান সংক্রান্ত অনেক আয়াত রয়েছে। ইসলামী শিক্ষায় অধ্যয়ন মূল পাঠ্যগ্রন্থ আল-কুরআন।

الرَّحْمَنُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

পরম করুণাময়, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাষা (Al-Qurān, 55:1-4)।

পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে আল্লাহ তাআলার বিধি-নিষেধ শিক্ষা দেওয়া জরুরি। পরিবারের সন্তানদের দীনি জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তাদের আদব-কায়দা ও ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। তাহলে পরিবারের সবাই দীনী বিধি-বিধান পালনে অভ্যস্ত হবে। মহানবী ﷺ উত্তম আচরণের ব্যাপারে উম্মতদের পরামর্শ দিয়েছেন।

ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ইন্দ্রীয় লব্ধ জ্ঞান, অর্জিত জ্ঞান, ইলাহী জ্ঞান এই তিন জ্ঞানের সমন্বয় সাধন জরুরী। মৌলিক শিক্ষার মাধ্যমে গৃহের সদস্যগণ পারস্পরিক হক আদায় করতে সচেতন হয় (Ali 2004,182)।

৬. পিতামাতার হক আদায়

বর্তমান সমাজে সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীল হলেও পিতামাতার প্রতি অনেককেই উদাসীন দেখা যায়। পিতামাতার হক আদায়ের বিষয়ে অতি সতর্ক থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করবে (Al-Qurān,17: 23)।

এ বিষয়ে হাদীসেও এসেছে, আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ.

এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা (Al-Bukhārī 2010, 5433)।

৭. প্রাপ্ত বয়স্কদের বিবাহের ব্যবস্থা করা

বিয়ে আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত ও চারিত্রিক অবক্ষয় রোধের অনুপম হাতিয়ার। আদর্শ পরিবার গঠন, মানুষের জৈবিক চাহিদাপূরণ, নৈতিক চরিত্রের স্খলন রোধ ও মানবিক প্রশান্তি লাভের প্রধান উপকরণ। বিয়ে ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। একটি ছেলে ও মেয়ের সংসারধর্ম পালনের লক্ষ্যে, ধর্মীয় ও সামাজিক সুরক্ষা দিতেই বিবাহ প্রথার জন্ম। মুসলিম আইন অনুযায়ী বিয়ে হলো একটি দেওয়ানি চুক্তি (কন্ট্রাক্টচুয়াল অ্যাগ্রিমেন্ট ফর সিভিল ন্যাচার)।

সমাজে অনাচার, শ্লীলতাহানী, যৌন নির্যাতনের মত ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। উপযুক্ত সময়ে গৃহ ব্যবস্থাপক পরিবারের ভারসাম্য রক্ষার্থে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর বিবাহের আয়োজন অবশ্যই সম্পন্ন করবেন।।

৮. অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা

অর্থনীতিতে অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীআত এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামী শরীয়ত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি; অপরদিকে সম্পদ বণ্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে, যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালন, অসহায়কে সাহায্য করা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা গৃহ ব্যবস্থাপনার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যায় পন্থায় কারও সম্পদের মালিকানা দখল করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে তা হল অবৈধ ও হারাম। অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। সেগুলো নিম্নরূপ

৮.১ মিতব্যয়িতার শিক্ষা

ইসলাম মিনিমালিজমে বিশ্বাস করে। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ ও অপচয় করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক গ্রহণ কর। আর খাও এবং পান কর কিন্তু অপচয় কর না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না (Al-Qurān, 07: 31)।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ (Al-Qurān, 17:27)।

আল্লাহর প্রিয় বান্দারা অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে।

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে (Al-Qurān, 25:67)।

৮.২ সম্পত্তির সুষম বন্টন

সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা পালন করা প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু দু-এর অধিক কন্যা থাকলে, তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র একটি কন্যা থাকলে, তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে, তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, সে নিঃসন্তান হলে এবং কেবল পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে, তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ, তার ভাই-বোন থাকলে, মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। এ (সবই) সে যা অসিয়ত (মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি উইল) করে, তা কার্যকর ও তার (ছেড়ে যাওয়া) ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা তো জান না, তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। এ আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত বিধান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (Al-Qurān, 04:11)।

৮.৩ যাকাত, দান, সদকা ইত্যাদি কার্যকর রাখা

দানের অভ্যাস করা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

‘নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। উপরের হাত হচ্ছে দাতা আর নিচের হাত হচ্ছে গ্রহীতা’ (Al-Bukhārī 2010, 1429)। হাদীসের উদ্দেশ্য হল, সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা, যাতে দানকারীর সংখ্যা বেশি হয় এবং গ্রহণকারীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

পরিবারে যাকাত, দান-সদকার বিষয়ে সচেতনতা থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনে যাকাত, দান-সদকার বিষয়ে এসেছে এভাবে,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার (Al-Qurān, 24:56)।

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

যে সকল লোক দিবারাত্রে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। সুতরাং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না (Al-Qurān, 02: 274)।

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমরা যদি সাদাকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন (Al-Qurān, 02: 271)।

৯. গৃহে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা ও বিনোদন

সংস্কৃতি হলো মানুষের আচরণের সমষ্টি। ইসলামের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মানুষ তার আচার-ব্যবহার, দেহ, মন ও আত্মাকে যেভাবে সংস্কার ও সংশোধন করে, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত কোন সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যাবে না। ইসলামী সংস্কৃতি নৈতিকতা সমৃদ্ধ এবং মানুষের ধর্ম কর্মের সমন্বয় সমর্থন করে; কিন্তু অশ্লীলতাকে মোটেও প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম মানুষের সুকুমার বৃত্তির ইতিবাচক বিকাশ ও কল্যাণকর প্রকাশ চায়, যা তার নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য সহায়ক। যার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাওহীদ। ইসলামী সংস্কৃতি এক সর্বজনীন সংস্কৃতি, যা বিশেষ কোন গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী, বংশ, কাল বা অঞ্চলের উত্তরাধিকার নয়। মানব সমাজের সার্বিক ঐক্য তাদের অভ্যন্তরীণ ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই গৃহকেই করতে হবে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। বিনোদনের নামে, উৎসবের নামে, পার্বণের চর্চার নামে যেন কোন ভাবেই কদাকার রুচিহীন সংস্কৃতির প্রয়োগ না ঘটে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে (Rahim, 2006, 246)।

ইসলামী বিনোদন দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। এমন কোনো আনন্দ বা বিনোদন বিধেয় নয়, যা ভবিষ্যতে তার নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, দেশ ও জাতির জন্য অমঙ্গলের কারণ হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে কাফিররা দেশে বিদেশে বিচরণ করে অতি সন্তর্পণে বিনোদনের নামে তাদের সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে চায়।

বিনোদনের ক্ষেত্রেও হালাল-হারাম বিবেচ্য। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পরিবারকে নিয়ে আনন্দ করেছেন, রসিকতা করে কথা বলেছেন, সাহাবীরাও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হালাল বিনোদনে অনুসরণ করেছেন। আর মহান সৃষ্টিকর্তা আল কুরআনে তো স্পষ্ট করে নিষেধাজ্ঞাই দিয়েছেন এভাবে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি, লটারীর তীর, এসব কেবল অপবিত্র বিষয়, শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা ত্যাগ কর। যেন তোমরা সফলতা লাভ করতে পার (Al-Qurān, 5:90)।

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (Al-Qurān, 16:90)।

১০. দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা

পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যদের মধ্যে জবাবদিহির ধারা প্রচলিত করা গৃহ ব্যবস্থাপনার অন্যতম অংশ। কারণ সৃষ্টিকর্তা কোন কিছু কারণ ব্যতীত সৃষ্টি করেননি। তাই আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষেরও কর্তব্য নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং জবাবদিহির মাধ্যমে পারস্পরিক স্বচ্ছতা সৃষ্টি করা। মু'মিন নারী পুরুষ উভয়েই পিতা-মাতা, স্বামী- স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিসহ গৃহে অবস্থানরত সকলের প্রতি দায়িত্বশীল হবে। ইসলামী আকীদা প্রতিষ্ঠা করবে যেমন মহান নির্দেশ প্রদান করেছেন। এখানে কোন নারী-পুরুষে ভেদাভেদ নাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (Al-Qurān, 9:71)।

পরিবারকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া নারী-পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব। দায়িত্বশীলতার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

أَلا كلُّكُمْ راعٍ وكلُّكُمْ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وولدِهِ وَهِي مسؤولةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مسؤولٌ عَنهُ أَلا فكلُّكُمْ راعٍ وكلكُمْ مسؤولٌ عَن رعيتِه.

প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার অধীনদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। সে

তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দাস তার প্রভুর সম্পদের দায়িত্বশীল। সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে (Al-Bukhārī 2010, 5188)।

১১. উত্তম আচরণের শিক্ষা

উত্তম চরিত্র ও আচরণের গুরুত্ব আমাদের সবারই জানা। সুন্দর আচার-ব্যবহার দূরকে টেনে আনে কাছে। কাছের মানুষ হয়ে ওঠে আরো ঘনিষ্ঠ। আচার আচরণ এবং কথাবার্তায় একজন মু'মিনকে কিভাবে শালীন হতে হবে সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾

তোমরা লোকের সঙ্গে উত্তমভাবে কথা বলবে (Al-Qurān, 02:83)।

হৃদয়ের বন্ধনে ছড়িয়ে পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস। সুন্দর আচরণ এবং উত্তম গুণাবলি মানুষকে নিয়ে যায় বহু মানুষের উর্ধ্বে। আচরণের সৌন্দর্যের বিষয়টি শুধুমাত্র আমাদের পার্থিব জীবনকেই স্পর্শ করছে- তা কিন্তু নয়। উত্তম আচরণ পার্থিব জীবনের গণ্ডি ছাড়িয়ে জড়িয়ে আছে পারলৌকিক জগতের সঙ্গেও। উত্তম আচরণে পাওয়া যায় অনেক সওয়াব। তবে শিক্ষার ভাষা হবে শ্রুতিমধুর, যাতে সহজেই মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়ায-নসীহতে ও ইলম শিক্ষা দানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে লোকজন বিরক্ত না হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে উত্তম আচরণের বিষয়ে আরও এসেছে,

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

আহবান করুন নিজের রবের পথের দিকে প্রজ্ঞা ও উৎকৃষ্ট উপদেশের মাধ্যমে এবং লোকদের সঙ্গে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক-আলোচনা করুন (Al-Qurān, 16:125)।

কোনো অবস্থাতেই হতাশ হওয়া বা দ্রুত ফল লাভের চেষ্টা করা মুমিনের কর্ম নয়। মুমিনের দায়িত্ব কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ অনুসারে নিজের দায়িত্ব পালন করা। গৃহের প্রতিটি সদস্যের মাঝে উত্তম আচরণের প্রচলন ঘটানো গৃহ ব্যবস্থাপনার একটি আবশ্যিক বিষয়।

১২. স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন

রোগ-ব্যাধিমুক্ত জীবন মহান আল্লাহর এক মহা নেয়ামত। হাদীসে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে মর্যাদা দেয়ার কথা বলেছেন মহানবী ﷺ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, সময়ানুবর্তিতা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, সতর্কতা ও মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে ইসলাম বরাবরই গুরুত্ব প্রদান করে। অতিভোজন ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য থেকে বিরত থাকা, খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখা ও পানীয় দ্রব্যে নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা। কারণ

এতে রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে। খাওয়ার আগে ও পরে উভয় হাত ভালোভাবে ধোয়ার মাধ্যমে হাতকে জীবাণুমুক্ত করার জোর নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। এটি মহানবীর সুন্নাত। শরীরকে সুস্থ, সবল ও সতেজ রাখতে খেলাধুলা, ব্যায়াম ও সাঁতার কাটা, নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম ও বিশ্রাম অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত সালাত যেমন সুস্থ শরীরের জন্য উপকারী তেমনি সাওম ও হজ্জও মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক। মানসিক প্রশান্তি ও উৎফুল্লতা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও রোগমুক্ত থাকার অন্যতম উপায়। পরিবেশ দূষণ রোধ করা যাতে রোগ-ব্যাধি মহামারি আকারে ছড়াতে না পারে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ. বলেন,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا أُرَاهُ قَالَ أَفْنِيَتَكُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ .

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র, পবিত্রতা তিনি ভালবাসেন; তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তিনি ভালবাসেন; তিনি দয়ালু, দয়া তিনি ভালবাসেন; তিনি দানশীল, দানশীলতা ভালবাসেন; সুতরাং তোমরাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকো। রাবী বলেন, আমি মনে করি তিনি বলেছেন, তোমাদের ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, ইয়াহূদীদের মত হয়ো না (Al-Tirmīdhī 2014, 2799)।

স্যানেটারি ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। কারণ মল-মূত্র ত্যাগের কারণে রোগ-ব্যাধি অসম্ভবভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাই পরিবেশ দূষণকারীদের অভিশপ্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.

তোমরা অভিশাপবাহী দু'টি কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সেই অভিশাপবাহী কাজ দু'টি কি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি মানুষের যাতায়াতের পথে কিংবা ছায়াযুক্ত স্থানে (গাছের ছায়ায় যেখানে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে) পেশাব পায়খানা করে (Muslim 1999, 269)।

সর্বোপরি সকল প্রকার মাদক-দ্রব্য বর্জন এবং নেশাগ্রস্ত জীবন পরিহার করাই হচ্ছে সুস্থতা লাভের অন্যতম উপায়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা নেশা ও মাদককে হারাম করেছেন।

১৩. হালাল জীবিকা

জীবিকা মানুষের মৌলিক চাহিদা। আবার হালাল জীবিকা ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। তাই ইসলাম জীবিকার্জনে সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রদান করে। মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

হে মানুষ! তোমরা খাও যমীনে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে। আর তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (Al-Qurān, 2:168)।

হালাল-হারাম ইসলামের এক অনন্য অলঙ্ঘনীয় বিষয়। জীবিকা উপার্জনের ইসলাম অনুমোদিত মাধ্যমগুলোর অন্যতম হলো ব্যবসা। পবিত্র আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন (Al-Qurān, 2:275)।

১৪. রোগীদের সেবা

সেবা পাওয়া অসুস্থ ব্যক্তির অধিকার। সামর্থ্য ও সুযোগ থাকার পরও রোগীর প্রতি যদি অবহেলা করা হয়, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ

তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা কর এবং কয়েদীকে মুক্ত কর (Al-Bukhārī 2010, 5246)।

রোগীর দেখভাল করা, সেবা ও সান্ত্বনা দেওয়া ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ইবাদত এবং মহানবী ﷺ- এর একটি মর্যাদাপূর্ণ সুন্নত। রোগীর সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবাকারীর ঈমান ও সমাজের সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

১৫. মেহমানদারির জন্য বাড়িতে আবশ্যকীয় জিনিস রাখা

মেহমানদারি একটি মহৎ গুণ, যা আত্মীয়তার বন্ধনকে মজবুত করে, বন্ধুত্বকে করে সুদৃঢ় এবং সামাজিক সৌহার্দ্য সৃষ্টিতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। মেহমানদারির জন্য গৃহে সবসময় কিছু ব্যবস্থা থাকা উচিত। ঠিক খাবারের সময়ে বা খাবারের আগে পরে নিকটতম সময়ে মেহমান এলে তখন উপস্থিত যা আছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট খাবারটি দিয়ে আপ্যায়ন করতে হবে। গৃহে যদি মেহমান আগমন করে তাকে আপ্যায়ন করা এবং তার অবস্থানের জন্য সম্ভব হলে শয়নের পৃথক ব্যবস্থা করা প্রতিটি মুসলিম ভাইয়ের অবশ্য কর্তব্য। আতিথেয়তার বিষয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমে এসেছে,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। বস্তুত যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম (Al-Qurān, 59:09)।

১৫. গৃহের কর্মে পারস্পরিক সহযোগিতা

মহানবী ﷺ সাংসারিক কাজে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন। নবী কারীম ﷺ জুতা ঠিক করতেন, কাপড় সেলাই করতেন এবং ঘরে কাজ করতেন। একটি হাদীসে এসেছে, আসওয়াদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

আমি আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিজনের সহায়তা করতেন। আর সালাতের সময় হলে সালাতে চলে যেতেন (Al-Bukhārī 2010, 676)।

১৭. শয্যা গ্রহণের পূর্বে করণীয়

মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার যোগ্য করার জন্য মহান আল্লাহ অত্যন্ত কর্মকুশলতা সহকারে তার প্রকৃতিতে ঘুমের এক চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কর্মের ক্লান্তির পর ঘুম তাকে স্বস্তি, আরাম ও শান্তি দান করে। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾

আর তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম (Al-Qurān,78: 09)।

ঘুমানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কিছু কাজ করতে বলেছেন, প্রত্যেক পরিবারের জন্য তা মেনে চলা জরুরী। কেননা এতে বহু উপকারিতা রয়েছে। দরজা বন্ধ করা, আগুন নিভানো ও খাবার পাত্র ঢেকে রাখা শয্যা গ্রহণের সময় দরজা বন্ধ করা, আগুন নিভানো ও খাবার পাত্র ঢেকে রাখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ

যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের সন্তানদের ঘরে আটকে রাখ। কেননা এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করলে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। আর ঘরের দরজা বন্ধ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আর তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাদের মশকের মুখ বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাদের পাত্রগুলোকে ঢেকে রাখবে, কমপক্ষে পাত্রগুলোর উপর কোন বস্তু আড়াআড়ি করে রেখে দিও। আর (শয্যা গ্রহণের সময়) তোমরা তোমাদের প্রদীপগুলো নিভিয়ে দিবে' (Al-Bukhārī 2010, 5623)।

১৮. গৃহে অবস্থান না করলে করণীয়

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করে বের হতেন। গৃহ থেকে বের হবার আগে পানির কল, বাতি, জানালা, দরজা ইত্যাদি ভালোভাবে বন্ধ করে আল্লাহর নামে বের হতে হবে। একটি হাদীসে এসেছে, উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন:

بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ، أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا.

বিসমিল্লাহ। আমি আল্লাহর ওপর নির্ভর করলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে, পদস্খলন ঘটা থেকে, অত্যাচার করা থেকে, অত্যাচারিত হওয়া থেকে, অজ্ঞতাসুলভ আচরণ করা থেকে বা আমার প্রতি কারো অজ্ঞতাসুলভ আচরণ থেকে (Al-Tirmīdhī 2018, 3427)।

১৯. পরকালের প্রস্তুতির বিষয়ে সতর্কতা

আল্লাহর নির্দেশিত পথ ও রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণে গৃহ ব্যবস্থাপনা একটি বাস্তবসম্মত গতি লাভ করে, অর্থাৎ পরকালের হিসেব-নিকাশ সম্পর্কে আমল কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কারণ নিশ্চয়ই কাফিররা রয়েছে ভ্রান্তির মধ্যে, কারণ তারা পরকালের জীবনকে বিশ্বাস করে না। আল-কুরআনে এসেছে,

﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾

আর অবশ্যই তারা বহন করবে তাদের বোঝা এবং তাদের বোঝার সঙ্গে আরো কিছু বোঝা। আর তারা কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে সে সম্পর্কে, যা তারা মিথ্যা বানাত (Al-Qurān, 29:13)।

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যে নেককাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মুমিন, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বীচির আবরণ পরিমাণ যুলমও করা হবে না (Al-Qurān, 4:124)।

﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থল (Al-Qurān, 32:19)।

যদি কেউ ভুলবশত ঘোরতর পাপ করার পর অনুতপ্ত হয়ে তওবা-ইস্তেগফার করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চায়; তাহলে আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে ওইসব লোককে ক্ষমা করে দেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, পরকালীন জীবনের ভয়-ভীতির বিষয়টি মাথায় রেখে পার্থিব জীবনে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে সর্বদা বিরত রেখে পারলৌকিক জীবনকে সর্বতোভাবে সুখ-শান্তিময় করার চেষ্টা করা। সেখানেই আসলে গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রকৃত সার্থকতা।

গৃহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুপারিশমালা

- গৃহ যেন প্রতিটি সদস্যের জন্য নিরাপদ হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা অতি জরুরী।
- পরিবারের কর্তা গৃহ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন।
- আল্লাহ তাআলাকে রাজি খুশি করার জন্য পরিবারের সদস্যগণ তাদের ফরজ-নফল, নিয়মিত ইবাদতগুলো সঠিকভাবে পালন করছে কিনা সে বিষয়ে কঠিন হওয়া এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা।
- পরিবারের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি শ্রেণী ভেদে সম্মান ও স্নেহ প্রদর্শন করা, সদস্যদের পারস্পরিক মত বিনিময় এবং জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

- অতি আধুনিকতার নামে যেন কোন অসামাজিক কার্যকলাপ গৃহে সংগঠিত হবার সুযোগ তৈরি না হয় আর নিন্দনীয় কাজ বর্জন করতে হবে।
- গৃহের পরিবারের সদস্যগণ (বিশেষ করে শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠ), আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালনে যেন অবহেলা না হয়।
- গৃহের সদস্যদের জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা, যাতে পরিবারের অভ্যন্তরে এবং বাইরে গিয়ে শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে পারে।
- গৃহকে অতি সজ্জিতকরণে অতিব্যয় অপচয়ের নামান্তর, তাই অপচয় ও অপব্যয় রোধ করতে হবে।
- অমুসলিম প্রতিবেশীদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।
- দেশের সরকার এবং আইনের প্রতি প্রতিটি নাগরিককে শ্রদ্ধাশীল থাকা গৃহ ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা হওয়া উচিত।
- দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাঙালি মুসলমানদের আদর্শ জাতি হিসেবে গৃহ ব্যবস্থাপনায় অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় অবদান রাখা উচিত।

উপসংহার

ইসলাম থেকে জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দুনিয়া ও আখিরাত কোথাও কোন কল্যাণই সম্ভব নয়, কারণ দুনিয়াবী জীবনে বসবাসের জন্য গৃহ এক গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত। এ গৃহে অবস্থান করা দুনিয়াবী ফিৎনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ থাকার উপায়। মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা যা মনোনীত করেছেন তাই হল সর্বোত্তম। মহান রবের নিকট তাই প্রতিটি মু'মিনের প্রার্থনা হওয়া উচিত, ইহকালীন ও পরকালীন নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি। ইসলামী গৃহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে নিরাপদ, স্বাধীন ও স্বাস্থ্যকর জীবনের কার্যকর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

Bibliography

Al-Qurān Al-Karīm.

Abū Dā'ūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq al-Azdī al-Sijistānī. 2011. *Sunan*.Riyadh: Bait al-Afkar al-Dawliyya.

Ahmād, Imam Ahmad Ibn Hānbāl..ND. *Mūsnād*. Cairo: Muassat kurtuba.

Ahmad, Salauddin. 2007. *Qurān Hadiser Aloke Islamer Bidhan*. Dhaka: Paragon Publication.

Ahmad, Salauddin. 2007.*Qurān Hadiser Aloke Islamer Bidhan.* Dhaka: Paragon Publication.

Al- Baihaqi, Abu Bakr Ahmad ibn Husayan Ibn ‘Ali ibn Musa al Khosrojerdi.1410h. *Shu’ab al-Iman*. Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al- Karjavi, Allama Usuf. 2013. *Islame Halal Haramer Bidhan*. Translated by Muhammad Abdur Rahim. Dhaka: Khairun Prokashoni.

Al-Tirmīdhī, Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā as-Sulamī. 2014. *Sunan*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Al-Bukhārī, Abū ʿAbdullah Muḥammd ibn Ismāʿīl.. 2010. *Al-Jami Al-Sahih*. Cairo:Daral – Hadith.

Al-Hashemi, Muhammad Ali.2011. *Adorsho Muslim*. Dhaka: Kamiab Prokashoni.

Ali, Dr. Ahmod. 2015. *Isalmer Aloke Basyestaner Odhikar O Nirapotta.*Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. Dhaka.

Ali, Professor Muhammad Yousuf.2004. *Qurāner Aloke Manob Zibon*. Smriti Prokashoni Dhaka.

Al-Karjavi, Allama Usuf. 2013. *Islame Halal Haramer Bidhan*. Translated by Muhammad Abdur Rahim. Dhaka: Khairun Prokashoni.

Al-Munazzid, Shayekh Muhammad Salih. 2019. *Kemon Chilo Nobizir (Sm.) Achoron*. Translated by Maolana Muhammad Azizul Haque. Dhaka: Maktabatul Ashraf.

Ayub, Hasan. 2014. *Islamer Samajik Achoron*.Translated by A.An. Am. Shirajul Islam. Dhaka: Ahsan Publication.

Banglapedia. 2014. September 25, https://bit.ly/3zjU3E3.CDHRI, Cairo Declaration on Human Rights in Islam. 1990. Aug.5. U.N. GAOR, World Conf. on Hum. Rts., 4th Sess., Agenda Item 5, U.N. Doc. https://bit.ly/35os5Js**.**

Eyazid, Muhammad Ibn. 2006. *Sunan Ibn Majah*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Feyol, Henri. 1949. *General and Industrial Management.*Translated by C.Storrs, Isaac Pitman and sons. London.

Gross, Irma Hannah & Crandall, Elizabeth Walbert. 1947. Home Management in Theory and Practice. U.N.:F. S. Crofts.

Haque, Dr. Muhammad Maynul.2003. *Islam: Poribesh Songrokkhon O Unnoyon*. Islamic Foundation Bangladesh.

Ibn Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid al- Rab’ī al-Qazawīnī. N.D.Sunan. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Taymiyyah, Imam. H-1386.*Majmoo’al-Fatawa al- Qubra*, Vol-5. Beirut: Darul Ma’rifa.

Kaldun, Ibn. 1982. *Al- Mukaddima*. Vol-1. Translated by Golam Samdani Quraishi. Dhaka: Bangla Academy.

Mohapatro, D.Onadhi Kumar, *Bishoy Somaztotto: Prottoy o Protishthan*, 1998. Kolkata: Surid Publication.

Muslim, Abū al-Husaīn Muslim ibn Hajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār al-Fikr.

Nickell, Paulena & Dorsey, Jean Muir. 2002. *Management in Family Living*, Cbs Publication.

Nickell, Paulena and Jean Muir Dorsey. 2002. *Management in FamilyLiving*. Cbs Publication.

Rahim, Maolana Abdur Rahim. 2006. *Shikkha Sahityo O Songskriti.* Dhaka: Khairun Prokashoni.

Rahim, Maolana Abdur Rahim. ২০১২. *Poribar O Paribarik Zibon*. Dhaka: Khairun Prokashoni.

Sampadana Porisad. 2012. *Dainandin Jibone Islam*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Uthmani, Muhammad Taki, 2014. *Islam o Paribarik Zibon*.Translated: Maolana Abul Bashar Saiful Islam.Dhaka: Maktabatul Ashraf.

Wikipedia. 2021. April 08,https://bit.ly/3cjaJ4Q.